বন্ধুদের ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল যুবকেরঃ গ্রেপ্তার ৩

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ বন্ধুদের সঙ্গে বচসায় ও মারধরে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম বামদেব রায় ওরফে বামা (২৯)। পূর্ব বর্ধমানের বেলকাশ পঞ্চায়েতের নলা গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগ, মারধরের পাশাপাশি গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয়েছে বামদেব নামে ওই যুবকের। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বর্ধমান থানার পুলিশ নলা গ্রাম থেকে রাজেশ রায় (২১), প্রদীপ মাঝি (২৬) ও রাহুল দলুই (২১) নামে তিন অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। মৃতের মামা অমর রায়ের অভিযোগ, রবিবার রাতে গ্রামের পুকুর ধারে বসে গল্প করছিলো তার ভাগ্না বামদেব ও তার বন্ধুরা। অভিযুক্তরা বসে মদ্যপানও করছিলো। হঠাৎ তার ভাগ্নার সাথে বাকি বন্ধুদের মধ্যে বাকলা শুরু হয়। ভাগ্না বামদেব কে মারধর করে রাজেশ রায় নামে অভিযুক্ত। তখন তিনি মধ্যস্থতা করে দু পক্ষকেই শান্ত করেন। তবে ওই সময়ই প্রকাশ্যে অন্যতম অভিযুক্ত রাজেশ রায় বামদেবকে কে দেখে নেবার হুমকি দেয়। অমরবাবু আধঘণ্টা বামদেবকে কে নিজের কাছে আটকে রাখেন। এরপর বামদেব বাড়ি যেতে চাইলে তিনি কিছুটা দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু ওই দিন ভোরেই স্থানীয় মাঠে বামদেবের ক্ষতবিক্ষত দেহকে পরে থাকতে দেখা যায়। অমরবাবুর অভিযোগ ঘটনার দিন ভোর রায় চারটে- সাড়ে চারটে নাগাদ তার প্রতিবেশীরা জানায় মাঠে তার ভাগ্না বামদেব পরে রয়েছে। তিনি গিয়ে দেখেন ভাগ্না রক্তাক্ত অবস্থায় পরে রয়েছে, গলায় ধারালো অস্ত্রের দাগ ও মাথায় চোট রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্ধমান থানায় খবর দেন এবং পরে তিনি রাজেশ রায়, প্রদীপ মাঝি, রাহুল দলুই নামে তিন অভিযুক্তের নামে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের, ময়নাতদন্তের পর দেহ আসতেই মাদক কারবারিদের গ্রেফতারির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকা জুড়ে রমরমিয়ে চলছে মাদকের কারবার। গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার, গাঁজা, চরস। এর আগেও মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে এলাকার যুবকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মাদক কারবারির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু তারপরেও বন্ধ হয়নি মাদকের ব্যবসা। ফের মাদকাসক্ত হয়ে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লো এলাকাবাসী। জাতীয় সড়কে মৃতদেহ রেখে চললো তুমুল বিক্ষোভ। সোমবার বিকেলে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় চাঁচল সদর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত যুবকের নাম রাকেশ আলী (২৮)। বাড়ি চাঁচলের হবিনগর এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের নেশায় আসক্ত ছিলেন রাকেশ। রবিবার অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মালদা থেকে দেহ ফিরতেই এলাকার মানুষ বিক্ষোভ শুরু করে। এলাকার মানুষ মরদেহ নিয়ে মাইক হাতে বিক্ষোভ মিছিল করে চাঁচল সদরে স্টেট বাস ডিপোর সামনে আসে। তারপরেই জাতীয় সড়কে মরদেহ রেখে চলে বিক্ষোভ। মাদক কারবারি এবং পুলিশের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ চাঁচল থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে চলছে মাদকের কারবার। ধ্বংসের পথে যাচ্ছে যুবসমাজ। শেষ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক পরিবার। কিন্তু মাদক কারবারের মূল মাথাদের ধরছে না পুলিশ। অনেক সময় গ্রেফতার করা হলেও তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তীতে। তাই প্রত্যেকটি এলাকায় মাদক কারবারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি তুলে বিক্ষোভকারীরা। এক বিক্ষোভকারী আবু তালেব বলেন, এর আগে আমার বন্ধুকে হারিয়েছি। এবার এক ভাইকে হারালাম। মানুষকে সজাগ করতে আজ আমরা এই বিক্ষোভ করছি। পুলিশের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হোক। মৃতের কাকা নাজির হোসেন জানান, আমরা অনেক চেষ্টা করেও ভাস্তাকে এই পথ থেকে বের করতে পারলাম না। এরপর যাতে আর কারোর প্রাণ না যায়। তাই আমাদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারী তথা তৃণমূলের ছাত্রনেতা বাবু সরকারের অভিযোগ, একজন যুবক হিসেবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটাই বলব এই কারবারীদের পিছনে অনেক সময় রাজনৈতিক মদত থাকে। শুধু পুলিশের দোষ দিলে চলবে না। এদিকে দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় এলাকায়। অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে আসে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মাইক হাতে নিয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করে পুলিশ। পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বাস দেয় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার হবে মাদক কারবারীরা। তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ওঠে অবরোধ। চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, নেশাশক্ত অবস্থায় অসাবধানতাবশত জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। মাদকের কারবার বন্ধ করতে পুলিশ তৎপর। সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

হাসপাতালের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে বিক্ষোভ রোগীর পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুলাই ঃ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতিতে মৃত্যু হল এক মাটোর্ধব। এমনই অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবারের লোকজন। হাসপাতালের এম এস ডি পির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার শ্বাসকষ্ট নিয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন মল্লারপুরের বাসিন্দা রাজেন্দ্র প্রসাদ দত্ত। সোমবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার সময় রোগীকে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছিল সেই সিলিন্ডারে অক্সিজেন ছিল না। ফলে অক্সিজেন না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে রোগীর। এই অভিযোগে হাসপাতালে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। তারা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। খবর পেয়ে যায় চিকিৎসা শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশ। পরে হাসপাতালের এমএসসিপির পলাশ দাস রোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছে গিয়ে জোর হাত করে ক্ষমা চেয়ে শান্ত করেন। এরপরেই বিষয়টি থতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পলাশ দাস বলেন, আমি চিকিৎসা শুনে সেখানে যাই। আমি পরিবারের সদস্যদের লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছি। তদন্তের পর কি ঘটেছিল জানা যাবে। মৃতের মেয়ে বেবি মণ্ডল বলেন, বাবার সুগার ছিল। শনিবার বাবাকে ভর্তি করি। সোমবার চিকিৎসক বাবাকে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু হাসপাতালে তিনঘণ্টা ধরে কোন স্টেচার পাওয়া যায়নি। যখন পাওয়া গেল তখন আবার অক্সিজেনের খালি সিলিন্ডার লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পথেই বাবার মৃত্যু হয়। এরজন্য দায়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আমরা এই ঘটনার তদন্ত চাই।

পানাগড়ে ইথানল তৈরির কারখানা দূষণে নাকাল গ্রামবাসীদের সড়ক অবরোধ, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জুলাই ঃ সকাল থেকে রাত পঁচা দুর্গন্ধ। আর তার জেরে অতিষ্ট আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। আালকোহল তৈরির কারখানার দুর্গন্ধে নাজেহাল স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারন মানুষ। লাটে উঠেছে দূষণ নিয়ন্ত্রন। অভিযোগ জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে আক্রান্ত বাসিন্দারা। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতেই রাস্তায় নামল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। সোমবার পানাগড় মোরগ্রাম রাজ্য সাক অবরোধ করল স্কুল পড়ুয়া ও বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার মিনিবাজারে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রায় তিন ঘন্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে অরও দুটি অ্যালকোহল তৈরির কারখানা হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ উৎপাদন শুরু করেছে। জানা গেছে, আলোকপ্রীন ডিস্টিলার্স নামে ওই কারখানাটিতে ৬৬০ কিলোলিটার অ্যালকোহল উপাদন ক্ষমতা রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, মূলত চালের খুদ থেকে ইথানল তৈরি হচ্ছে। ওই ইথানল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থায় যোগান হচ্ছে। আর তাতেই দুর্গন্ধে নাজেহাল আশপাশের ঝিনুকগড়ে, কাঁকসার মনোজপল্লী, ২ নং ও ৩ নং কলোনির বাসিন্দারা। গত কয়েকমাস ধরে বাসিন্দারা পচা দুর্গন্ধের বিষয়টি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। কয়েক দিন আগে পরিদর্শনে যাওয়া প্রশাসনিক আধিকারিকদের কারখানা এলাকায় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। তাতেও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর মিনিবাজার মোড়ে অবরোধ করে বাসিন্দারা। স্কুল পড়ুয়ারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। পড়য়াদের কথায় অতি 'বিশুদ্ধ বাতাসে সুস্থভাবে বাঁচতে চাই।' অবরোধকারী মহিলারা বলেন, যখন তখন দুর্গন্ধ আসে। দুর্গন্ধে মাথা ঘুরিয়ে। বমি হয় বাচ্চা দের। ঘরে বাইরে টেকা দায় হয়ে পড়ে। তাই এই দুর্গন্ধ বন্ধ করা হোক। বিশুদ্ধ বায়ুতে বাঁচতে চাই। অনেক বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কারখানা লাগোয়ায় ঝিনুকগড়ে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুমি মান্ডির কথায়, ভোরের দিকে দুর্গন্ধ আসে। দুপুর পর্যন্ত অতিষ্ট হয়ে যায় ছোলে মেয়েরা। দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবার সন্ধ্যার পর বাড়িতে ছেলে মেয়েরা থাকতে পারে না। পড়াশোনা করতে পারে না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কারখানাটি চালুর পর থেকে আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশ বিপন্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দুর্গন্ধ জনমানসে প্রভাব পড়ছে। এলাকার জল প্রভাব পড়ছে। স্বাস্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। জীব বৈচিত্র প্রভাব পড়ছে। এই ধরনের কারখানা জনবসতি এলাকায় করা উচিত হয়নি। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘোড়ুই বলেন, বায় জামানায় পশ্চিম দেশ গুলির বাতিল করা স্পপ্ত আয়রন কারখানা করে রাজ্যবাসীকে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তৃণমূলের জামানায় দূষণ সৃষ্টিকারী অ্যালকোহল তৈরির কারখানা গড়ে সাধারন মানুষকে তার থেকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। দূষণে নিয়ন্ত্রন পর্ষদ উদাসীন। তার মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারন মানুষকে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতি প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (বিদ্যুৎ ও শিল্প) অজয় মজুমদার বলেন, এই শিল্প মানুষ চায়নি। তাই আজ মানুষ পথে নেমেছে। এলাকাবাসীর দমবন্ধ হয়ে আসছে। তাদের ছলে মেয়েরা কোন কাজ পানানি এসব শিল্পকারখানায়। বাইরের লোক কাজ পাচ্ছে। আর দূষণের শিকার হচ্ছে কারখানার আশপাশের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত। এই দুর্গন্ধ বন্ধ হোক। যদিও এইবিষয়ে দুর্গাপুর দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের আধিকারিকরা কোন মন্তব্য করতে চায়নি। এদিকে অবরোধের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ওই রাজ্য সড়কটি। ঘণ্টা তিনেক পর কাঁকসা ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা।

অসময়ে বণবস্তিতে বিদেশি পর্যটকদের দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ অসময়ে বণবস্তিতে বিদেশি পর্যটকদের দল! সমুদ্র পেরিয়ে এলো ওরা বন্য প্রাণীদের নিকটতম প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলিত হতে, আনন্দে আত্মহারা বনবস্তির কচিকাচার দল। প্রজনন ঋতু চলছে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ সর্বসাধারণের, তবে ওরা যে এসেছে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বন্য প্রাণ ও বনাঞ্চলের জনপদের সঙ্গে মিশে যেতে। অবশেষে স্থানীয় পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদার উদ্যোগে সুদূর দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত বারো জনের সম্প্রতি সেই ইচ্ছের অনেকটাই পূরণ হলো গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বুধুরাম বন বস্তিতে। এদিন বন ও বনবস্তির কচিকাঁচাদের সঙ্গে অনেকটাই সময় কাটিয়ে হেসে খেলে উপহার দিয়ে, দুর্গম বন বস্তিতে রাজ্যে সরকারের পানীয় জল, অঙ্গনওয়ারি প্রকল্পের প্রশংসা করে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় দক্ষিন কোরিয়া থেকে আগত দলটি। এই প্রসঙ্গে ড্যুয়ার্সের ভূমিপুত্র তথা পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, এই মুহূর্তে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ, সেই কারনে বন্য প্রাণীদের দেখার সুযোগ নেই বললেই চলে, সে কথা জেনেই বিদেশি পর্যটকদের এই দলটি বন্য প্রাণীদের সব থেকে কাছের প্রতিবেশীদের সঙ্গ বেছে নেন। এছাড়াও বিদেশি পর্যটকদের এই দলটি বন বস্তির জীবন যাত্রা, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে জানতে আগ্রহী ছিলো, সেই কারনেই বুধুরাম বন বস্তিতে ওনাদের নিয়ে যাই, বাচ্চাদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় অংশ নেন বিদেশি পর্যটকদের এই দলে থাকা চিকিৎসক, অধ্যাপক সহ সমাজের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত পর্যটকেরা। আর এতেই কিছু সময়ের জন্য হলেও বন বস্তির নিত্য দিনের অভাব অনটন যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় কচিকাচাদের মন।

হাইকোর্টের নির্দেশে অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গলো কাটোয়া পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ কাটোয়া শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২০১০ সালে বিজয় মাজি তাঁর স্ত্রী চন্দনা মাজির নামে পুকুরের পা। কেনেন। তারপর থেকে রাতের অন্ধকারে পুকুরের পাড় ভরাট করতে শুরু করেন এরপর কংক্রিটের গাঁথনি দিয়ে বাড়ি করা শুরু করেন প্রতিবেশীদের বাধা উপেক্ষা করে। এমত অবস্থায় প্রতিবেশীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তরকে জানায় লিখিতভাবে , কাজের কাজ না হওয়ায় তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। মহামান্য হাইকোর্ট রায় দেয় পুকুর বা জলাশয় এর পা। বুজিয়ে বাড়ি করা আইন বিরুদ্ধ এছাড়া এটা অবৈধ নির্মাণ যেহেতু রেকর্ড আছে পুকুর। মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পৌরসভাকে , যে ১৫ দিনের মধ্যে পুকুরের পাড়ের বেআইনী নির্মাণ ভেঙে দিতে হবে সেই মতাবেক সোমবার কাটোয়া পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের উপস্থিতিতে পুকুরের পাড়ের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয় বুলডোজার দিয়ে, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে। পুকুর পাড়ের অংশ ভেঙে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সামিক বাচসা হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়ার প্রাক্তন অরবিন্দ ঘোষের সাথে বিজয় মাজির স্ত্রী চন্দনা মাজির সঙ্গে। চন্দনা মাজির অভিযোগ ধোপে টেকেনি, এক্সিকিউ অফিসারের নির্দেশে কংক্রিটের তৈরি গাথিনি ভেঙে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, এম ফর, রেল ম্যাটী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের জানা ই-অকশন আয়োজন করেছে: ১ **কাজের নাম:** ৩ নং লেভেল ক্রসিংগেট হাওড়া ডিভিশনের ডি এন ই ব্যাটেলিয়ে স্টেশনে ১৪টি জেনারেল ক্যাবিনের ইউনিট (জিএমইউ)-এর মাধ্যমে এবং বি, সি, ই এবং এস ব্যাটেলিয়ে স্টেশনে ৬০টি স্টেশন ক্যাবিনের ইউনিট (এসএমইউ)-এর মাধ্যমে স্টেটোরি পরিষেবার ব্যবস্থা। আতে অংশের জন্য **ই-অকশন নিউজ মন্ত্রিটাকের মাধ্যমে www.ireps.gov.in** দেখুন। অকশনের বিশদ • **অকশন ক্যাটালগ নং: এইচডব্লুএইচ-সিআইটি- ৪৪২১৪৩১।** স্যাকারে **ক্রয় ৩ বিক্রয়ের শর্ত, কী না/ব্যাটারি, বিকল্প, বন্ধের তারিখ/সময় ঃ (১) ৪৪/২;** সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএনই-জিএমইউ-৩-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: অসংরক্ষিত – সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৩০ মিনিটে। (২) ৪৪/২; সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-জিএমইউ-এসএনই-জিএমইউ-১০-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: অসংরক্ষিত – সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৪০ মিনিটে। (৩) ৪৪/২; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-২-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১০.৫০ মিনিটে। (৪) ৪৪/৩; সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-আরজেসি-জিএমইউ-৯-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা:...। অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.০০ মিনিটে। (৫) ৪৪/৩; সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-সিএএএস-জিএমইউ-১১-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: অসংরক্ষিত, সকলের জন্য; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.১০ মিনিটে। (৬) ৪৪/৩; সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-সিসিসি-জিএমইউ-৭-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.২০ মিনিটে। (৭) ৪৪/৩; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-৭৮-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জে...মাধ্যমে কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১.৫০ মিনিটে। (১৬) ৪৪/৩০; সিআইটি-এইচডব্লুএইচ-এসএনই-জিএমইউ-৪৯-২২-২ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.০০ মিনিটে। (১৪) ৪৪/৩৯; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-৪৯-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.১০ মিনিটে। (১৫) ৪৪/৩৯; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-৪৯-২২-২ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.২০ মিনিটে। (১৩) ৪৪/৩১; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-৫-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। (১২) ৪৪/৩২; সিআইটি-এইচডব্লুএই-টিআইটি-এসএনই-জিএমইউ-১০-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.৪০ মিনিটে। (১১) ৪৪/৩৩; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিএসসিএ-এসএনই-জিএমইউ-১৭-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.০০ মিনিটে। (১০) ৪৪/৩৪; সিআইটি-এইচডব্লুএই-এসএনই-জিএমইউ-১৮-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.২০ মিনিটে। (৯) ৪৪/৩৫; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিএসসিএ-এসএনই-জিএমইউ-১৯-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১.৪০ মিনিটে। (৮) ৪৪/৩৬; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২০-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.০০ মিনিটে। (৭) ৪৪/৩৭; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২১-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.২০ মিনিটে। (৬) ৪৪/৩৮; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২২-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২.৪০ মিনিটে। (৫) ৪৪/৩৯; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৩-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.০০ মিনিটে। (৪) ৪৪/৪০; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৪-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.২০ মিনিটে। (৩) ৪৪/৪১; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৫-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। (২) ৪৪/৪২; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৬-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩.৫০ মিনিটে। (১) ৪৪/৪৩; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৭-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৪.২০ মিনিটে। (৩১) ৪৪/৩৭; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিএসই-এসএনই-জিএমইউ-২২-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৪.৩০ মিনিটে। (৩২) ৪৪/৩৮; সিআইটি-এইচডব্লুএই-টিআইটি-এসএনই-জিএমইউ-২৮-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.০০ টায়। (৩৩) ৪৪/৩৯; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-২৯-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৩০ টায়। (৩৪) ৪৪/৪০; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-৩০-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৪০ টায়। (৩৫) ৪৪/৪১; সিআইটি-এইচডব্লুএই-সিসিসি-এসএনই-জিএমইউ-৩১-২২-১ (স্টেটোরি - জেনারেল মাইলস ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারে...কারিটো পরিষেবার ব্যবস্থা: সংরক্ষিত, বিশেষে জন্য এখানে ক্লিক করুন; ১২.০৮.২০২৪-এ বিকাল ৪.৫০ মিনিটে। (৩৬) ৪৪/৪